ম্যালিসিয়াস গসিপ

খুশবন্ত সিং

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

খুশবন্ত সিংয়ের লেখনী তাঁর শত্রু ও মিত্র—দুই-ই সৃষ্টি করেছিল। তাঁর লেখার মূল বৈশিষ্ট্য, তিনি কারো মুখের দিকে তাকিয়ে লেখেননি। তাঁর লেখার ক্ষেত্রও ছিল ব্যাপক। রাজনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকে যৌন সুড়সুড়িমূলক চটুল বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন সমান দক্ষতায়। সংবাদপত্রের কলাম লিখতেও তিনি সকল বিষয় ও ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছেন : প্রকৃতির বর্ণনা, ভ্রমণকাহিনি, ব্যক্তিত্বের আলোচনাগ্রন্থ, সেমিনার, সংগীত ও নৃত্যের ওপর সমালোচনা ইত্যাদি।

পাকিস্তানের ওপর কোনো কিছু লিখতে খুশবন্ত সিং বরাবর তাঁর আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে ভূখণ্ডটি এখন পাকিস্তান, সেখানে তাঁর জন্ম এবং সারাজীবন তিনি শেকড় উপড়ানোর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে দুটি দেশকে কখনো সীমান্ত, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে বিভক্ত করা যায় না। উভয় দেশের সংকট-মুহূর্তে তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন যে দুই দেশের জনগণের মধ্যে এখনো বিপুল ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা বিদ্যমান। তাঁর এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্ব করার জন্য আমি কুখ্যাত এবং সে জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমার পাকিস্তানপন্থী মনোভাবের কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি, ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শত্রুভাবাপন্ন পাকিস্তানের উপস্থিতি শুধু যে উভয় দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে তা নয়, ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের মূলধারায় সংহত করার প্রচেষ্টাকেও মন্থর করে দেবে। আমি অত্যন্ত আস্থাশীল যে পাকিস্তানের সমস্যা ও উৎকণ্ঠাকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধির মাধ্যমেই আমরা তাদের শুভেচ্ছা হাসিল করতে পারব। আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের খেসারত আমাকে দিতে হয়েছে একশ্রেণির মানুষের কাছে 'পাকিস্তানের চর' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে।' দেশভাগের বেদনাদায়ক দিনগুলোর চিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর সফল উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান'-এ। তখন থেকে তিনি প্রায়ই পাকিস্তানে ফিরে গেছেন—সুসময়ে, দুঃসময়ে এবং পরিবর্তিত সময়ে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তিনি একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। ভুট্টোকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়, তখনো তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। দেশে ফিরে আসার পর তিনি সেই শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া'য়। ভুট্টোর জীবনের

শেষ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। খুশবন্ত সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মনজুর কাদির, যিনি পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। তাঁর মৃত্যুতে খুশবন্ত সিংয়ের আবেগমথিত শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর সেরা লেখাগুলোর অন্যতম। কোনো ব্যক্তির ওপর লিখতে গিয়ে তিনি অসংকোচে তার সম্পর্কে সত্য কথাটিই ব্যক্ত করেছেন এবং এর ফলে তিনি তাদের বিরক্তিভাজন এবং অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁর লেখা থেমে থাকেনি। তিনি বিদ্বেষকে উপভোগ করেছেন।

বহু বিখ্যাত মানুষের মতো খুশবন্ত সিং তাঁর জীবনের প্রথম অংশে লেখার প্রতি তেমন ঝোঁক প্রদর্শন করেননি। অনেক খ্যাতিমান মানুষের মতো পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি। কোনোমতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। বিএ পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করেও লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখনকার দিনে এটা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। ইনস অব কোর্টসে তিন বছর অবস্থান আর ফি দিয়ে যেতে পারলেই যেকোনো আদালতে আইন ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার লাইসেন্স পাওয়া অবধারিত ছিল। খুশবন্ত সিংও দেশে ফিরে লাহোর হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। কিন্তু এ পেশা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি লাহোর ছেড়ে দিল্লিতে চলে আসেন এবং কূটনৈতিক সার্ভিসে যোগ দেন। একই সঙ্গে তিনি লিখতেও শুরু করেন।

খুশবন্ত সিং তাঁর আত্মজীবনী লিখতেও নিজের সম্পর্কে কোনো কিছুই রাখঢাক করেননি। তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেখানেও উপস্থিত, 'আমি আমার পরবর্তী দিনগুলোর জন্য অনেক কাজ জড়ো করে রেখেছি। আমি সমগ্র দুনিয়া প্রদক্ষিণ করেছি, ভালো হোটেলে থেকেছি আমার ভ্রমণ বা আতিথেয়তার জন্য একটি পয়সা খরচ না করেও। কড়া পানীয় ও মদ যা পান করেছি, তা কয়েকটি সুইমিংপুলের পানির সমপরিমাণ তো হবেই। বিভিন্ন জাতির কয়েক ডজন মহিলার ভালোবাসা আমি পেয়েছি এবং এখনো শহরের সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি, যেসব মেয়ে আমার সন্তানদের চেয়েও বয়সে ছোট। আমি এখনো অনেক দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করি এবং দেশের সর্বোচ্চ বেতন লাভকারী সম্পাদক হিসেবে যা আয় করেছি, তার চেয়ে অধিক অর্থ আয় করি। আমার এ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ভারতের যেকোনো সাংবাদিকের চেয়ে আমার লেখা অধিক পঠিত। দেশের যেখানেই যাই না কেন, মানুষ আমাকে চিনতে পারে, ভক্তরা পিছু নেয় এবং অটোগ্রাফ-শিকারিরা ভিড় করে। এসব দ্বারা আমি নিঃসন্দেহে বিগলিত হই। আমি জানি যে খুব দীর্ঘ সময় আর বাঁচব না। আমার কালির দোয়াত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে এবং পাঠকেরাও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে আমি ক্রমেই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছি। বার্ধক্যের লক্ষণগুলো আমার ওপর আঁচড় ফেলতে শুরু করেছে। আমার চুল শ্বেতশুভ্র (আমি দাড়িতে কলপ দিই)। আমাকে চারটি নকল দাঁত লাগাতে হয়েছে এবং বাকিগুলোও ক্ষয়ে গেছে বলে শিগগিরই সেগুলো পাল্টাতে হবে। আমি সাইনাসে ভুগছি, উচ্চ রক্তচাপ এবং সামান্য ডায়াবেটিস আছে।

প্রতিদিন আমাকে বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের কয়েক ডজন ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করতে হয়। আমি জানি যে একটিমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলেই—টেনিস কোর্টে পড়ে গেলে, বেশি ঠান্ডা লাগলে অথবা বাথরুমে পা পিছলে পড়লে আমি বার্ধক্যের জরাজীর্ণ অবস্থায় উপনীত হব।'

খুশবন্ত সিংয়ের এই সংকলন 'ম্যালিসিয়াস গসিপ' শুধু পাকিস্তানের ওপর তাঁর লেখা নিবন্ধের সংগ্রহ নয়। আরো বিচিত্র স্বাদের নিবন্ধ স্থান পেয়েছে এতে। কোনো কোনো নিবন্ধ বেশ পুরোনো এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির ওপর লেখা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু খুশবন্ত সিংয়ের লেখা সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে। অতএব, পাঠকের কাছে লেখাগুলো বিরক্তিকর বিবেচিত হবে না বলেই আশা করি। তাঁর যেকোনো লেখা স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে উপভোগ্য। এই সংকলনের সম্পাদনা করেছেন ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ এবং হারপার কলিন্স পাবলিশার্সের রোহিনী সিং। তাঁর মতে, 'বিপুলসংখ্যক সুপাঠ্য লেখা থেকে একটি সংকলনের জন্য কিছু লেখা বাছাই করা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং আমাকে এ জন্য অনেক বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে।'

খুশবন্ত সিং ২০১৪ সালের মার্চে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই গ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলো প্রায় দেড় দশক আগে অনূদিত। কিন্তু তাঁর লেখার কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্টের কারণে পাঠকের কাছে কখনো মনে হবে না যে এগুলো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আশা করি যে সংকলনের বাংলা অনুবাদ পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

সূচি

পাকিস্তান প্রসঙ্গে ১৩
পাকিস্তানি ককটেল ১৩
মৃত্যুদণ্ড থেকে ফাঁসিকাষ্ঠ পর্যন্ত ২৮
পাকিস্তান : টক ও মিষ্টি ৪০
পাকিস্তান : স্বপ্ন ও বাস্তবতা ৪৪
প্লেন টু পাকিস্তান ৪৮
যুদ্ধ এবং ক্রিকেট ৫১
অনেকের মুখ ৫৩
রাজীব গান্ধী ৫৫
তিনি যদি শেখেন, তাহলে এখনো সর্বোত্তম ৫৭
সঞ্জয় গান্ধী ৫৮
জগ পরবেশ চন্দ্র ৬০
ভি পি সিং ৬২
বলবন্ত গার্গি ৭৫
ধীরেন ভগত ৭৮
সাহির লুধিয়ানভি ৮০
ভারত আবিষ্কার ৮২
স্নেক রিভার ৮৩
নোংরা বিত্তবানদের শহর লুধিয়ানা ৮৭
অদিতি বিয়ে করেননি কেন? ৮৯
হিমাচল ৯২
কর্ণাটক ৯৬
দিল্লি-বোম্বে-দিল্লি ৯৯
বিশ্বভ্রমণ ১০১

বাহরাইনে ১০৩
ইন্দোনেশিয়ায় পনেরো দিন ১০৬
পোল্যান্ডে ১১৬
উগান্ডার স্মৃতি ১১৮
ফুল ফোটার মৌসুম ১২০
ঘরে ফেরা ১২৪
দিল্লিতে ফিরে আসা ১২৯
বাংলাদেশ ডায়েরি ১৩১
ইয়াংকিদের দেশে ১৩৫
কোরিয়ায় এক সপ্তাহ ১৩৯
কোরীয় প্রমোদবালা ১৪৪
ভারত ও থাইল্যান্ড ১৪৭
তুরস্কের অভিজ্ঞতা ১৫১
পাপুয়া নিউগিনি ১৫৮
জার্মান মধুচন্দ্রিমা ১৬১
গাদ্দাফির দেশে ১৬৫
বিশ্ব পর্যটকের ডায়েরি ১৭০
রোমে ১৭২
লিবিয়ায় ১৭৪
রাজিয়া সুলতানা ১৭৬

পাকিস্তান প্রসঙ্গে

পাকিস্তানি ককটেল

বোম্বে থেকে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের (পিআইএ) ফ্লাইট করাচিতে যায় সূর্যাস্তের দিকে। এক ঘণ্টা পরই নিচে করাচির বিক্ষিপ্ত আলো চোখে পড়বে। মনে হলো মূর্তিতুল্য সুন্দরী জিনাত পিরানির 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শুভেচ্ছা জানানো এবং 'ইনশা আল্লাহ, আমরা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে করাচি পৌঁছাব,' আশাবাদ ব্যক্ত করার পর মাত্র পনেরো মিনিট কেটেছে। এখন সে অবতরণের জন্য আমাদের সিটবেল্ট খুলতে বলছে।

ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল কয়েক মিনিটে। কারণ, আমার পাশের ভদ্রলোক আব্বাস মির্জা প্রাণোচ্ছল মানুষ, সুরসিক এবং সরদারজিদের কৌতুক ভালোভাবে জানেন তিনি। পিআইএ তাঁর সঙ্গে রাজকীয় আচরণ করে। জিনাত তাঁর প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলো। সে তাঁকে বড় গ্লাসে স্কচ হুইস্কি এবং প্রচুর হাসি উপহার দেয়। আমি পাই শুধু উষ্ণ শ্যাম্পেন এবং তার নাকফুলের হীরার ঔজ্জ্বল্য।

'তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্জাবি,' তাদের কথার মাঝখানে এই আশায় বলি যে সে এটা শুভেচ্ছা হিসেবে নেবে। কিন্তু মির্জার সাথে কথা বলতে বলতেই সে উত্তর দেয়, 'না, আমি পাঞ্জাবি নই।' 'পিরানি, তাহলে তুমি অবশ্যই কাটচি মেমন।' দ্বিতীয় অনুমানও ভ্রান্ত। 'না, আমি তা-ও নই,' দৃঢ়তার সাথে সে উত্তর দিয়ে তার রাজসিক উপস্থিতি প্রত্যাহার করে নিয়ে খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে আমাদের ধূমপান থেকে বিরত থাকতে এবং বিমান পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত আসনে উপবিষ্ট থাকার নির্দেশ দেয়।

'বুড়ো ছেলে!' আব্বাস মির্জা বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেন (এরই মধ্যে আমরা 'বুড়ো ছেলে' বলার পর্যায়ে চলে এসেছি)। 'আপনার জানা উচিত যে সে আগাখানি খোজা। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই তার বংশপরিচয় নয়, বরং

করাচিতে তার ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জানতে চান, তাই না?'

আমি প্রতিবাদ করি, 'তওবা, তওবা! একজন সুন্দরী পাকিস্তানি এয়ারহোস্টেসের সঙ্গে একজন বয়োবৃদ্ধ শিখ কী করতে চাইতে পারে?' আব্বাস মির্জার চোখেমুখে রহস্যময় হাসি। 'আমি কোনো বয়স্ক শিখ সম্পর্কে জানি না,' তিনি উত্তর দেন, 'কিন্তু আপনাকে বলতে পারি, একজন বয়োবৃদ্ধ মুসলমান কী করতে চাইতে পারে।' এক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানি মুসলিম আব্বাস মির্জা এবং ভারতীয় শিখ আমি ভাইয়ে পরিণত হয়েছি। মির্জার প্রিয় 'তাকিয়া কালাম' বা কথার কথা হচ্ছে, যাকেই তিনি পছন্দ করেন, তার ক্ষেত্রে 'অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ' প্রয়োগ করেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত জ্ঞানী বলে ভাবলেন, আমিও তাঁকে আমার পছন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে নিলাম। পাকিস্তানিরা জানে তারা যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত, তা একেবারেই বাজে।

করাচি এয়ারপোর্ট প্রতিবছর আয়তনে বাড়ছে এবং প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যাত্রী সামলাতে ছোট হচ্ছে। এবার সেই সমস্যা আরো বেড়েছে ৩৫ হাজার পাকিস্তানি হাজি দেশে ফিরছে বলে। তা ছাড়া কয়েক দিন আগে এয়ারপোর্টের একটি অংশ ভস্মীভূত হয়েছে। হাজিদের ভিড় থেকে এয়ারপোর্ট কর্মকর্তারা আমাকে উদ্ধার করে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে এলেন। কয়েক মিনিট পর বেগম পারা এবং তাঁর ষোড়শী কন্যা লুবনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ আমি। এক ঘণ্টা পার আমরা মিডওয়ে হোটেলে।

একজন শিখ পাকিস্তানে সব সময় কৌতূহলের বিষয়বস্তু। বেগম পারার মতো একজন চিত্রতারকার সাথে কোনো শিখের অবস্থানের দৃশ্য থেকে কেউ নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না এবং দুজনের পেটে আধা বোতল স্কচ হুইস্কি পড়লে সে দৃশ্য আরো উপভোগ্য। ভিড়ে পূর্ণ ডাইনিংরুমে আমরাই আকর্ষণ। বোম্বের ব্যাপারে পারা অত্যন্ত নস্টালজিক। সে আবেগে আচ্ছন্ন হয় এবং কেঁদে ফেলে। এরপর সে তার ভাগনি মিনু ওরফে রুখসানা সুলতানা সাহিবার খ্যাতি এবং তার ভগ্নিপতি দিলীপ কুমারের 'বৈরাগ' ছায়াছবির কথা শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। আমরা উঠে পড়ি, পারার পা কীভাবে পিছলে গোড়ালি মচকে যায়, শিশুর মতো চিৎকার করে ওঠে সে। আমি তার আঘাতপ্রাপ্ত পা ডলে দিই। চারপাশে লোকজন ভিড় করে, কোনো সহানুভূতি নয়, কৌতূহল। তারা বেগম পারাকে চিনতে পারে। কিন্তু অদ্ভুতদর্শন বিদেশি লোকটির কী কাজ তার সাথে?

আমি রুমে প্রবেশ করতেই দরজার ওপর করাঘাত। পুলিশের তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর বিনা আহ্বানে রুমে ঢুকে সোফায় আয়েশ করে বসল। সিগারেট ধরিয়ে সে জানতে চায় : 'আপনার নাম কী?' আমি তাকে নাম বলি। কিন্তু সে খুশি হলো না। 'আপনি কী করেন?' আমি তাকে সাপ্তাহিকীর নাম এবং প্রচারসংখ্যা বলি।' সেটাও তার মনঃপূত হলো না। 'আপনার সাথে মহিলাটি কে ছিলেন?' আমি তাকে বলি। সে জানে, কিন্তু আরো জানতে চায়, 'সে আপনার কে?'

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। 'এগুলোর কোনো কিছু তোমার প্রয়োজন নেই। তোমার প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে আমি পাকিস্তানে এসেছি (যা পুরোপুরি সত্য নয়)। আগামীকাল ইসলামাবাদে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। এই মুহূর্তে তুমি বের না হয়ে গেলে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তোমার ব্যাপারে রিপোর্ট করব।' এতে সাব-ইন্সপেক্টরের পশ্চাদ্দেশে পিন ফোটার মতো কাজ হলো। সে লাফ দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে স্যালুট দিল। 'আপ কোই মিনিস্টার-ভিনিস্টার হ্যাঁয়?' আমি তাকে 'আদাব আরজ' বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

সকাল পাঁচটায় বেয়ারার চা নিয়ে এল। আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম, 'আসসালামু আলাইকুম।' সে উত্তর দিল, 'সত শ্রী আকাল।'

সকাল ছয়টায় আমি এয়ারপোর্টে ফিরে এসেছি। ভিড় এবং বিশৃঙ্খলা। রাইফেল ও পিস্তলধারী বহু পুলিশ অলসভাবে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আমি ছোট একটি লাইনে দাঁড়ালাম এবং নিজেকে বিছানা ও ট্রাংকওয়ালা শ্মশ্রুমণ্ডিত হাজিদের মাঝে দেখতে পেলাম। আমাদের পাশেই আরেকটি ইউরোপীয়দের লাইন এবং সেখানেও বেশ কিছুসংখ্যক হাজি, সামনে এবং পেছনে। কোনো লাইনই এগোচ্ছে না। কারণ, যারা লোকজনকে জানে, তারা কাউন্টারের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে কাজ সেরে নিচ্ছে।

আমি পাকা দাড়িওয়ালা লোককে প্রতিবাদ করতে উৎসাহিত করলাম। তিনি উল্টো নিঃস্পৃহ কণ্ঠে আমাকে ভর্ৎসনা করলেন, 'সরদারজি, আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমরা সকলে একই প্লেনে যাব। আমাদের চাইতে আগে যেতে পারবে না তারা।' আমি শান্তি বজায় রাখি। কিন্তু এক বিদেশি মহিলা, যিনি, আমার চেয়েও আগে থেকে লাইনে দাঁড়ানো, তিনি আবার অতটা নিরীহ নন। কারো বোঁচকা পড়ে গিয়ে তার পায়ে আঘাত করল। তিনি পেছন দিকে একটি লাথি কষলেন। এবার পাঠান ধীরে ধীরে তার বোঁচকা ঠেলছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীকে হাতের ইশারায় দেখাচ্ছে, আবার তার বোঁচকায়

লাথি মারলে সে তার নিতম্বে কী করবে। মহিলা এবার শান্তি বজায় রাখে। অবশেষে আমি চেক-ইন করাতে সক্ষম হই। আমরা নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা পেছনে। আমি ভেবে উৎফুল্ল হলাম যে পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশ আছে, যেখানে শৃঙ্খলা আমার দেশের চাইতে খারাপ।

প্লেন হাজিতে পূর্ণ। খোদাভক্ত কৃষকেরা তাদের সঞ্চয়ের একটি বিরাট অংশ হজযাত্রায় ওড়াচ্ছে। তাদের প্রত্যেককে পাঁচ শ ডলার করে নিতে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবছর পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক পাকিস্তানি হজ পালন করতে মক্কায় যায়। এর ফলে বিদেশি মুদ্রায় কী যোগ হয়? অবশ্য এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। এগুলো তাদের অর্থ এবং তারা সুখী। তা ছাড়া লোকগুলো যথেষ্ট বন্ধুসুলভ এবং পালা করে আমার সাথে হাত মিলিয়ে পশতু, পোথাহারি, উর্দু ও পাঞ্জাবিতে পাকিস্তানে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

ট্রলিতে করে নাশতা আনা হয়। খাবার গরম হওয়া উচিত। কিন্তু গরম নয়। ভবিষ্যতে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের ব্যাপারে কঠোর না হতে শপথ নিলাম। কফি ও চা এল। এগুলো গরম ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। আমার শপথ থেকে আমি সরে আসি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসকে পিআইএর উত্তম সেবার কথা বলব বলে সিদ্ধান্ত নিই। ভারতে অধূমপায়ীদের আসনগুলো সামনে, পাকিস্তানি প্লেনে পেছনে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস ধূমপান না করার বিধির ব্যাপারে কঠোর, পাকিস্তানে কেউ তোয়াক্কাই করে না। 'নো স্মোকিং' সংকেত নিভে যাওয়া মাত্র 'অধূমপায়ী' আসনগুলোর আধডজন যাত্রী তাদের সিগারেট ধরাল। ফ্লাইট স্টুয়ার্ড তাদের সতর্ক করল। হাজিরা তার কথা মানল। কিন্তু সাহেবরা স্টুয়ার্ডের কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। অতএব, স্টুয়ার্ড না-দেখার ভান করল।

ঠান্ডা, ধূসর সকালে আমরা ইসলামাবাদে পৌঁছালাম। লোকজন ওভারকোট পরে আছে অথবা শাল জড়ানো। মারির পাহাড়গুলো ঘন মেঘে ঢাকা। আমাদের দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা একটি বড় মার্সিডিজ বেঞ্জে উঠে রাওয়ালপিন্ডি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের উদ্দেশে রওনা হলাম।

রাস্তা বিদেশি লিমোজিনে পূর্ণ, প্রধানত জাপান ও জার্মানিতে প্রস্তুত। এরা আমাদের কাছ থেকে কেনে না কেন? ওদের কাছে আমরা আমাদের ফিয়াট, অ্যাম্বাসেডর এবং হেরাল্ড বিক্রি করতে পারি এই বিদেশি গাড়িগুলোর এক-চতুর্থাংশ দামে। আমরা তাদের আমাদের ইস্পাত এবং তাদের নিজস্ব গাড়ি তৈরির কৌশলও দিতে পারি। বিস্ময় নিয়ে ভাবলাম যে প্রথম পাকিস্তানি

কারের ক্ষেত্রে 'বোরাক' (মুহূর্তের মধ্যে রাসুলুল্লাহকে বেহেশতে উড়িয়ে নিয়ে আবার ফিরে আসার জন্য ব্যবহৃত উড়ন্ত ঘোড়া) নামটি গ্রহণযোগ্য হবে কি না।

আমার জন্য অনেক কাগজপত্র অপেক্ষা করছে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ৩৮টি দেশের দুই শ আমন্ত্রিত অতিথির একজন আমি। প্রদত্ত উপহারের মধ্যে জিন্নাহর প্রতিকৃতিসংবলিত মেডেল, মার্বেল পাথরে তৈরি একটি কালির দোয়াত ও ট্রে (পিআইএর সৌজন্যে) এবং বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন—একটি জিন্নাহ ক্যাপ, যা আমাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আমি দ্রুত রুমে চোখ বুলিয়ে নিই। বিশ্বের যেকোনো ফাইভ স্টার হোটেলের রুমের মতোই। লক্ষ করলাম, টয়লেট পেপার ও দেশলাই চীনে তৈরি। ভারতীয় টয়লেট পেপার সামান্য খসখসে, কিন্তু দেশলাই নিঃসন্দেহে চীনা দেশলাইয়ের চাইতে উত্তম। ওরা আমাদের কাছ থেকে কেনে না কেন?

আমি কংগ্রেসের অনুষ্ঠানস্থল দেখে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমার হোটেল রাওয়ালপিন্ডিতে, কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে এগারো মাইল দূরে ইসলামাবাদে। (রাওয়ালপিন্ডিতে হোটেল আছে, কিন্তু কনফারেন্স অনুষ্ঠানের সুবিধা নেই, ইসলামাবাদে কনফারেন্সের সুবিধা আছে, কিন্তু কোনো হোটেল নেই। দুই শহরে যেতে-আসতে তারা যে পেট্রোলের অপচয় করছে, তা দিয়ে তারা তৃতীয় একটি শহর গড়তে পারত।)

পতাকাশোভিত আধুনিক রাজধানীতে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা শেষ করে আমি আমাদের রাষ্ট্রদূত কে শংকর বাজপেয়ীকে ফোন করলাম। তিনি চমৎকার বাড়ি পেয়েছেন এবং সেখানে গান্ধারা ভাস্কর্য ও মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের সংগ্রহ দিয়ে সেটি সাজিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে বহু ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে গিয়েছি আমি, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনকে তাঁর নিজস্ব স্টাইল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় রুচিবোধের সমন্বয়ের মাঝে বাস করতে দেখেছি। তিনি ছিলেন বি এফ এইচ তাইয়েবজি।

এখন আছেন আমাদের শংকর বাজপেয়ী। চিত্র, গালিচা, খাবার, মদ, মিউজিক থেকে শুরু করে হল্যান্ড থেকে আনা এক জোড়া সেলুকি পর্যন্ত সবকিছুতে আভিজাত্যের স্পর্শ আছে। পিতলের কোনো নটরাজ অথবা ধ্যানরত বুদ্ধমূর্তি নেই, রুপালি ফ্রেমে বাঁধানো প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের স্বাক্ষর করা ছবি নেই, আগরবাতির ধোঁয়ায় পেঁয়াজ বা বাসি তরকারির গন্ধ একাকার করার চেষ্টা নেই। তরুণ শংকরের মাঝে তাঁর পিতা স্যার জি এস

বাজপেয়ীর অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। মার্জিত বক্তব্যের সাথে চিন্তার স্পষ্টতা আছে তাঁর মাঝে। আমরা ইসলামাবাদে একজন ভালো রাষ্ট্রদূত পাঠাতে পারিনি।

কায়েদ উৎসবের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো পার্লামেন্ট ভবনে। দেয়ালের ঘড়িতে চারটা বাজার সাথে সাথে স্পিকার ঘোষণা করলেন, 'ভদ্র-মহোদয়গণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।' জুলফিকার আলী ভুট্টো হাফিজুদ্দিন পীরজাদা এবং ভাইস চ্যান্সেলর দানিকে সাথে নিয়ে অধিবেশনকক্ষে প্রবেশ করলেন। মঞ্চে কায়েদে আজমের বিশাল পোর্ট্রেটের নিচে সিংহাসনতুল্য আসনে তাঁরা বসলেন। ভুট্টো অত্যন্ত সুদর্শন এবং পীরজাদাও সুদর্শন। তার মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ কোনাকুনি করে বসানো।

তাঁদের ভাষণ নিষ্ঠুরভাবে সংক্ষিপ্ত, গোছানো, বলার ধরনও ভালো, কিন্তু বিশেষভাবে প্রশংসনীয় নয়। তা ছাড়া ভুট্টোর দেশভাগের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় (হিন্দু) কর্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে কৃত 'ভুলের' উল্লেখ আমার কানে ভারী হয়ে লাগল। আর কত দিন আমাদের দুই দেশের ওপর ইতিহাস তার সর্বনাশা ছায়া বিস্তার করে রাখবে?

আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখার আরেকটি বিষয় হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনা, যা যে কেউ সারাক্ষণ পাকিস্তানে শুনতে পারবে। পাকিস্তানিরা, বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা অবিশ্বাস্য রকম উষ্ণহৃদয়সম্পন্ন এবং বন্ধুত্বের প্রকাশের ক্ষেত্রে অতি আবেগপ্রবণ এবং যদিও ওপরের শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ ইসলামের বিধিবিধানের ব্যাপারে নিরাসক্ত (এই ইসলামি রাষ্ট্রে মদ প্রবাহিত হয় সিন্ধু নদের পানির মতো), কিন্তু তারা যে মুসলিম, সে ব্যাপারে আলোচনা থেকে কখনো বিরত থাকে না। এর ফলে আমি ভাবতে থাকি যে আমার অমুসলিম হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক এবং আল্লাহর কাছে আমি কাফের। পরবর্তী চারটি দিন আমি প্রায়ই গোত্রীয় ও ধর্মীয় ঔদ্ধত্যের এই সমন্বয়ের কাছে প্রকট হয়েছি। আমার পাকিস্তানি বন্ধুদের আমার অনুভূতির কথা আমি বলেছি।

আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে প্রধানমন্ত্রী নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। খাওয়ার আগে তিনি কি আমাকে পানীয় দেবেন? যাঁর সাথে কথা হলো, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি। প্রত্যেকে বলেন, 'অন্তত কায়েদের শতবার্ষিকীতে নয়।' তাঁদের এ কথা বলে লাভ নেই যে কায়েদ এ ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারে কখনো মাথা ঘামাননি। আমার বিলুপ্তপ্রায় উৎসাহ চাঙা হয়ে ওঠে তোষামুদে (বেশ কিছু অটোগ্রাফ অ্যালবামে আমি স্বাক্ষর করি) এবং

পুরোনো বন্ধুদের উষ্ণ আলিঙ্গনে।

সেখানে সিন্ধের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এম এ খুরোর কন্যা হামিদা খুরো, আমার কলেজজীবনের বন্ধু শওকত হায়াত খান এবং দিল্লিতে বহু বছর কাটিয়ে আসা এস এন কুতুব ছিলেন। জেনারেল টিক্কা এবং জেনারেল আকবর খানও ছিলেন, যিনি ১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীরের উপজাতি হামলার সময় সেনাপতি তারিকের মতো নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, স্যার পেনডেরেল মুন, 'সানডে টাইমসে'র সাবেক সম্পাদক এইচ ভি হাডসন, 'স্টেটসম্যানে'র সাবেক সম্পাদক আয়ান স্টিফেনস। আমি একজনের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আরেকজনের সাথে কথা বলছিলাম।

ভুট্টো আসেন পীরজাদা এবং একজন এডিসির সাথে। তিনি কয়েকটি নির্বাচিত হাতের সাথে হাত মেলান। আমি তাদের একজন। কয়েক মিনিট পর দীর্ঘদেহী সুসজ্জিত কয়েকজন পাঠান প্রবেশ করে স্কচ হুইস্কি ও সোডাভর্তি ট্রে হাতে। কারো জীবনে মিষ্টি কথা, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ভালো স্কচ হলে আর কী চাওয়ার থাকে। আমি আমার প্রথম চুমুক দেওয়ার পরই এডিসি আমাকে জানায় যে প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে কথা বলতে চান।

আমি ভুট্টোকে পছন্দ করি এবং আমার ধারণা, তিনিও আমাকে অপছন্দ করেন না। আমি তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করি। তিনি উত্তর দেন, 'আমি প্রস্তুত। আপনি কী জানতে চান প্রশ্ন করুন।' আমি বলি যে প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে আমার মাথায় গোছানো নেই এবং আমার উদরে যথেষ্ট পানীয় পড়েছে। তিনি হাসেন। 'ঠিক আছে, আমি এডিসিকে বলে দিচ্ছি আপনার সময় নির্ধারণ করে দিতে। তা ছাড়া জাতীয় পরিষদে এসে শুনুন আমি কী বলি। আপনি কি ভারত-পাকিস্তান আলোচনার ফলাফলে খুশি নন?'

আমি বলি, 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যত বন্ধুসুলভ হওয়া যায়, ততই ভালো, আমি সব সময় বিশ্বাস করি, অন্য যেকোনো জাতির সাথে বন্ধুত্বের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বন্ধুত্ব। কিন্তু কী কারণে আমরা এই গতি আরো ত্বরান্বিত করতে পারি না? আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে দুই দেশের জনগণই একে অন্যের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে অত্যন্ত আগ্রহী। তাহলে তাদের ঠেলে রাখা হচ্ছে কেন?'

তিনি উত্তর দেন, 'এ ধরনের বিষয়ে ধীরে চলা নীতিই বুদ্ধিমানের কাজ। আইয়ুব খান তাসখন্দে গতি দ্রুত করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে কী

হয়েছিল? ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচুর সময় আছে আমাদের এবং নিশ্চিতভাবেই তা হবে। ভারতের ব্যাপারে আমাদের মাঝে বাধার কোনো কিছু নেই।'

'পাকিস্তানের ব্যাপারেও ভারতের বাধার কিছু নেই,' সমান আস্থার সাথে আমিও বলি।

'আপনার সাথে যদি আপনার প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। তাঁকে যে পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আমার পক্ষ থেকে আপনি আবার তাঁকে বলতে পারেন। বহুবার আমি তাঁকে বলেছি, কিন্তু তিনি সাড়া দেননি। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর দুটি কারণ আছে আমার, প্রথমটি হচ্ছে তাঁর পিতার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। অন্যটি ব্যক্তিগত। আমি মনে করি, আমার জনগণের জন্য এটি সহায়ক হবে। শুভেচ্ছার মনোভাব সৃষ্টি করতে আমার পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবকিছু আমি করেছি। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে আপনাদের দেশে যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তখন আমরা কোনো রকম মন্তব্য করিনি। এমনকি আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু পিলু মোদি গ্রেপ্তার হওয়ার পরও আমি এমন কিছু বলিনি, যা আপনার প্রধানমন্ত্রীকে বিব্রত করতে পারে। আমার না বলার কারণ, আমি তাঁর সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করি এবং আমাদের দুদেশের সম্পর্কের ক্ষতি করতে চাইনি।'

খাওয়ার সময় আমার পাশের এক ভদ্রলোক আমাকে হজরত আলীর সাথে স্বর্গীয় ডি এফ কারাকার সাক্ষাতের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যে সম্পর্কে আমি 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'তে লিখেছিলাম। লোকটি শিয়া এবং তাঁরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হস্তরেখা বিচার ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়াদির ওপর একটি গ্রন্থ সংকলন করছেন তিনি। কারাকার লেখা সম্পর্কে আমি তাঁকে গভর্নর আলী ইয়াবর জংয়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলি। কিন্তু ততক্ষণে লোকটি আর সেখানে ছিলেন না।

কায়েদ কংগ্রেসে বাংলাদেশি, মালয়েশীয়, সিংহলি, কোরীয়, আরব, আফ্রিকান, আমেরিকান, ইংলিশ, ইরানি প্রতিনিধি ছাড়াও বহুসংখ্যক পাকিস্তানি প্রতিনিধি ছিলেন। তিনজন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, যে নিবন্ধগুলো পঠিত হবে, সেগুলো—বস্তুনিষ্ঠ, একাডেমিক অথবা শুধু জীবনী বর্ণনামূলক হবে কি না। উদ্বোধনী বক্তব্য ছিল কায়েদে আজমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড ও ভারতে নিযুক্ত